শ্রীশ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্

ওঁ শ্রীবিষ্ণুপাদ

শ্রীল বিনোদ বিহারী গোস্বামী

বেদান্তরত্ন মহাশয় কৃত

ভক্তি সঙ্গীত লহরী

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী
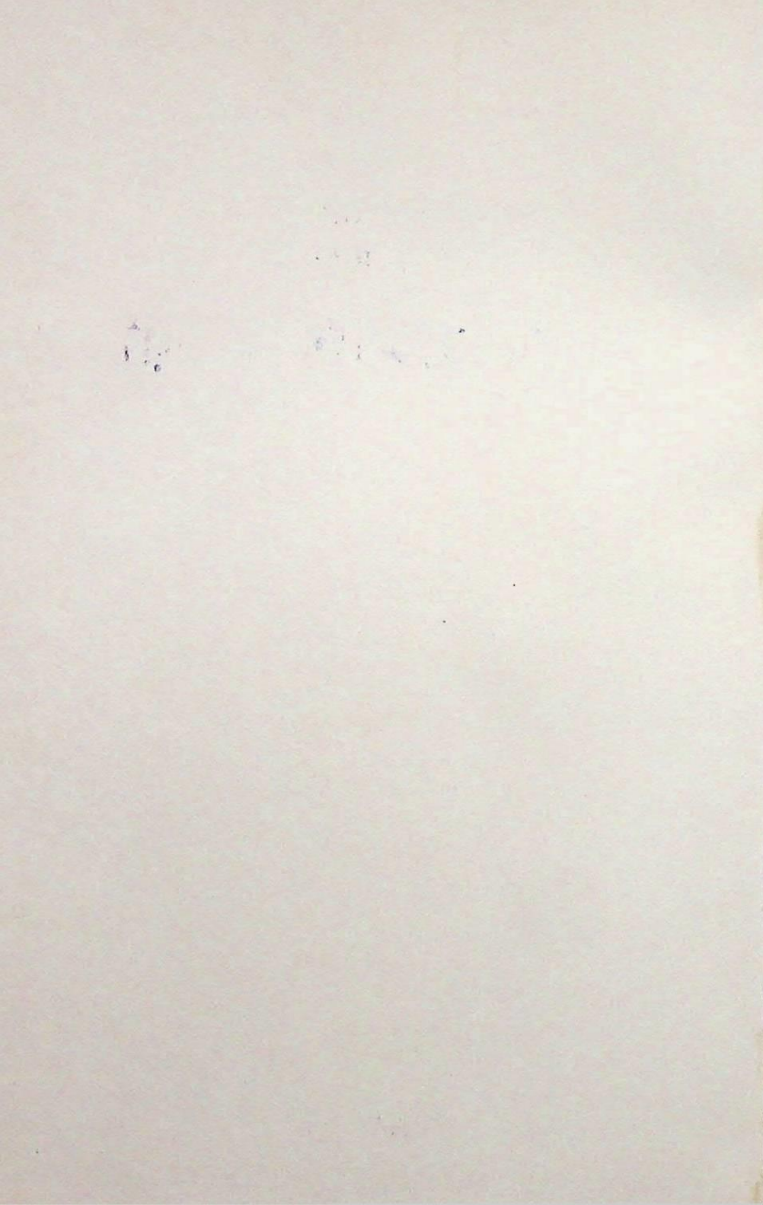
ক

শ্রীশ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্

ওঁ শ্রীবিষ্ণুপাদ
শ্রীল বিনোদ বিহারী গোস্বামী মহাশয়
বেদান্তরত্ন মহাশয় কৃত

ভক্তি সঙ্গীত লহরী

শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ কালিদহ নিবাসী ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রী-
নব্যন্যায়াচার্য্য, কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য-মীমাংসা-
বেদান্ত, তর্ক, তর্ক, তর্ক, বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ-
শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ।

* * * *

শ্রীশ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্

প্রকাশন তিথি :-

শ্রীগুরুপূর্ণিমা

বাংলা ১৪১২ সাল

২১শে জুলাই (ইং ২০০৫)

প্রথম সংস্করণ—২০০০

প্রকাশন সহায়তা—২০.০০ টাকা

মুদ্রক—চৌধরী প্রেস

ব্রহ্মকুণ্ড বৃন্দাবন

ফোন : (০৫৬৫) ২৪৪২১৪৩

* শ্রীশ্রীগুরু পরম্পরা *

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু
শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী
শ্রীল নয়নানন্দ মিশ্র
শ্রীল বল্লভ মিশ্র
শ্রীল শ্রীমতী ঠাকুরাণী
শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী
সিদ্ধ শ্রীল নিত্যানন্দ দাস মহাশয়
সিদ্ধ শ্রীল রামকৃষ্ণ দাস মহাশয়

*

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু
শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী
শ্রীল ভুগর্ভ গোস্বামী
শ্রীল চৈতন্য গোস্বামী
শ্রীল ভীমানন্দ গোস্বামী
শ্রীল কাশীরাম গোস্বামী
শ্রীস্বর্ণমণি গোস্বামিনী
শ্রীহেমমণি গোস্বামিনী
শ্রীকিরণমণি গোস্বামিনী
শ্রীচিন্তামণি গোস্বামিনী
শ্রীল দুর্গানাথ গোস্বামী
শ্রীল বিনোদ বিহারী গোস্বামী
শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

* * * *

* * * *
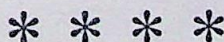
শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি

ভাগবত পরমহংস পাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরবিনোদ দাস বাবাজী মহারাজ প্রসিদ্ধ নাম শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী গোস্বামি বেদান্ত রত্ন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামির পরম্পরা আচার্য্য সন্তান। সম্প্রদায় সদাচার পরম্পরা অনুরোধে শ্রীযুক্ত বড় বাবা রামকৃষ্ণ দাস পণ্ডিত জী মহারাজের সাক্ষাতে প্রায় ৫৬ বৎসর বয়সে ভিক্ষু বেশ ধারণ করিয়াছেন। বিদ্যা বিনয়. আচার. অনুরাগ. বৈরাগ্য, বিবেক, ভক্ত্যাদি বহুগুণে বিভূষিত। যদ্যপি পণ্ডিতজী মহারাজকে বেদান্ত রত্ন মহাশয় গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন তথাপি পণ্ডিত জী মহারাজ তাঁহার প্রতি আচার্য্য গুরু পদবী লঙ্ঘন রূপ মর্য্যাদা হানি ব্যবহার কখনও করেন নাই; কেননা পণ্ডিত জী মহারাজ শ্রীল গদাধর পরিবারের শিষ্য। "মর্য্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ভূষণ।"

বেদান্ত রত্ন মহাশয় আমাদের নিকট আচার্য্য. গুরুতুল্য সেব্য হইলেও স্থান রক্ষার্থে আদালতি আইন কানুন অনুরোধে তাঁহার নিকট স্বীকার পত্র লেখাইয়া লওয়ারূপ মর্য্যাদা হানি অপরাধ করিলাম; তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। যদি কৃপা পূর্ব্বক ভাগবত নিবাসে বাস করেন তবে আমার জীবনান্ত পর্য্যন্ত আমি ও সেবক মণ্ডলী শ্রী পণ্ডিত জী মহারাজের তুল্য তাঁহার প্রতিনিধি রূপে সেবা করিব। এতদর্থে অনুমোদন পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সম্বৎ ২০০৩ পৌষ সুদি অমাবস্যা। সোমবার।

সেবক

শ্রীকৃষ্ণ[illegible] দাস

[illegible] কৃষ্ণ[illegible]

ওঁ শ্রীবিষ্ণুপাদ

শ্রীল বিনোদ বিহারী গোস্বামী মহাশয়
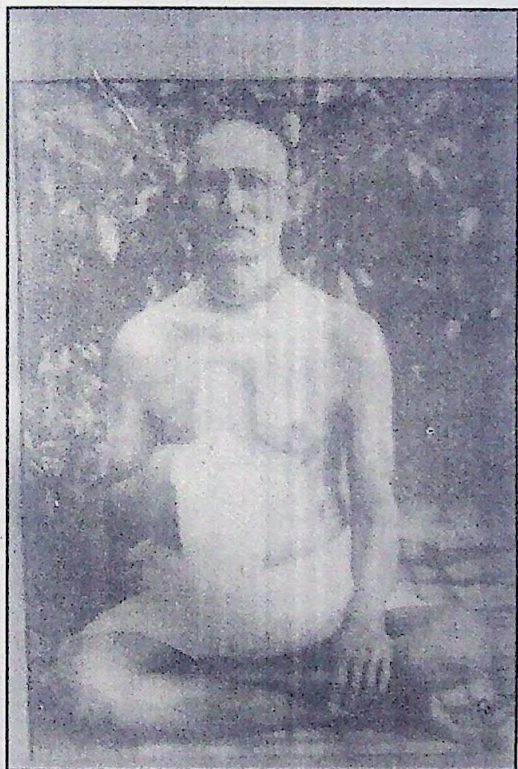
ওঁ শ্রীবিষ্ণুপাদ

শ্রীল রামকৃষ্ণ দাস মহাশয়
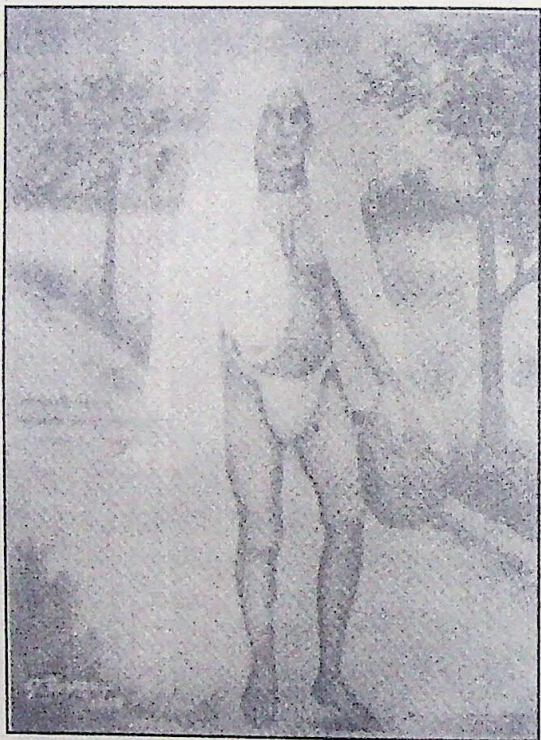
(সিদ্ধ পণ্ডিত বাবা)

* শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র *

ভক্তি সঙ্গীত লহরী

(১) (প্রার্থনা)

শ্রীগৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ

সঙ্কীর্ত্তন রস রঞ্জন ।

এস, ভক্ত হৃদয়ে ভাব বিবর্দ্ধন

পূত চারু শ্রীচরণ ॥

শ্রীগদাধর প্রিয়রস ময় ।

শ্রীরূপসনাতন প্রাণধন

অশেষ মানব মানস মোহন

করুণা কটাক্ষ সুনয়ন ॥

ভব দাব দগ্ধ শুষ্ক তরু সম

দীন মর্ম্মস্থল সঞ্জীবন ।

অতি ঘোর কলি কলুষ দলন

দুর্লভ প্রেম প্রচারণ ॥

তব ভক্তি সুধা সঙ্গীত লহরী

পরম মধুর আস্বাদন ।

এদীনের শেষ সম্বল আশ্রয়

নিরবধি চিত্ত বিনোদন ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব-ভাব নিধি
ভক্ত হৃদয় পরম ধন ।
কলি কলুষিত মানব পাবন
পরম দয়ালু পরশ রতন ॥
অশেষ কল্যাণ নিধান জগতে
মৃত প্রায় জীবে জীবন দাতা ।
কুভাবনাময় হৃদয় শোধন
পতিত পামর পরিত্রাতা ॥
ঘন অন্ধকারে ডুবিত বিশ্ব
যদি না আসিত করুণা করি ।
আশ্বাস প্রদানে ভক্তি সুবিশ্বাসে
প্রীতি রসে রাখে হৃদয় ভরি ॥
অনেক দিনের বাসনা হৃদয়ে
একবার দেখাদাও দয়াময় ।
এদীন বিনোদ অন্তিম সময়ে
বঞ্চিত না হয় লভে পদাশ্রয় ॥২॥

(বন্দনা)

জয় জয় কাঞ্চন কান্তি কলেবর
শান্তি সুধারস বর্ষণ কারী ।
জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজবর সুন্দর
ত্রিভুবন মোহন মাধুরী ধারী ॥
জয় জাহ্নবী তট কীর্ত্তন মহানট
অদ্ভুত উদ্ভট ভাববিহারী ।

গদাধর পণ্ডিত মাল্য বিমণ্ডিত
অর্পিত তাম্বুল চর্ব্বণ কারী ॥
জয়, মিশ্র পুরন্দর পুত্র মনোহর
জয় শচীনন্দন চন্দন ধারী ।
জয়, বিশ্বরূপানুজ দৃশ্য মহাভুজ
শিষ্যগণাবৃত শাস্ত্র বিচারী ॥
খণ্ডিত দুর্নীতি দণ্ডিত দুষ্কৃতি
সংসৃতি নিষ্কৃতি দুঃখ বিদারী ।
অতিশয় দুর্গতে পতিত পদাশ্রিতে
ভক্তি রসামৃত সেচন কারী ॥
অদ্বৈত পূজিত বিশ্ব বিরাজিত
সজ্জন সজ্জিত সদ্‌বেশ ধারী।
বালক অচ্যুত খ্যাত মহিমান্বিত
শাস্ত্র সুনিশ্চিত তত্ত্ব প্রচারী ॥

জয়,—

প্রেমনট বিহ্বল ভাব মহাবল
প্রভু নিত্যানন্দ রস বিস্তারি ।
শ্রীবাস অঙ্গন নর্ত্তন কীর্ত্তন
সর্ব্ব সুহৃদগণ সুখ সঞ্চারী ॥
স্বরূপ রামানন্দ নিত্য প্রেমানন্দ
নিজ ভক্তবৃন্দ ভবনিস্তারী ।
রূপ সনাতন ভক্তি নিরূপণ
শ্রীজীব-জীবন ধারণ বারি ॥

করুণা রস পুর সদ্‌গুণ ভূসুর
মঙ্গলময় মহা বৈভব ধারী ।
আশ্রিত বিনোদ ভক্তি রসপ্রদ
নিত্য নবদ্বীপ ধাম বিহারী ॥৩॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ।

হে জগদীশ হরে !
পাহি মামনন্য শরণং ।
নহি সম্প্রতি মামবতি কোঽপি
বিকলী-কৃত-জীবনং ॥
নিতান্ত কুমতিমতিশয় চপলং
জানন্তমপি সবিধে মরণং ।
ত্বমসি ভবসিন্ধু তরণে
তরণী দান করুণোময়ী দীন তারণ !
কুরু সততং ময়ী শুভদৃষ্টি দানং
ইত ভাগ্য সহিত বর্ত্মনি বর্তমানং
অবিলসিত দীন বিনোদ
এস শমিত শমমমলমকমল চরণং ॥৪॥

শ্রীগুরু করুণাময় হে !
সেই দিন আমার কবে হবে ॥
শ্রীরাধা দাসীর দাসী বলে
সেবার যোগ্য ক'রে লবে ॥

ঘুচে যাবে দুর্ব্বাসনা
হবে শুদ্ধ উপাসনা
এ সংসারের সব যাতনা
সেই দিনে বিলয় হবে ॥
সুধামাখা মুখে কবে
হাসিয়ে এ দাসীর প্রতি
সেবার দ্রব্য যোগাইতে
আজ্ঞা দিবেন সেই শ্রীমতী
বৃন্দাবনের তরুলতা
ফল মূল ফুল পাতা
অভিনব রূপে হেরি
আনন্দে হৃদয় মাতিবে ॥
শুকপিক অলিকুল
সকলে মধুর তানে
কাণ প্রাণ মাতাইবে
রাধাকৃষ্ণ লীলাগানে
সেই শুভ রাসোৎসবে
নৃত্যরঙ্গে মত্ত সবে
নয়নে হেরিব কবে
এ জীবন ধন্য হবে ॥
বিনোদের নিবেদনে
উপেক্ষা কর না' প্রভু

অধম পতিত প্রতি
কৃপা কি হবে না কভু
সর্ব্বদা ব্যাকুল মন
কিসে পাব প্রেমধন
ঐ আশায় রয়েছি চেয়ে
তব শ্রীপদ পল্লবে ॥৫॥

ভবের খেলা দেখা হল'না আমার
বেলা গেল এল ঘোর আঁধার
খেলার সঙ্গী ছিলরে যারা
একে একে আমায় ছেড়ে গিয়েছে তারা
আমি একাকী বিপদে পড়ে
করি কেবল হা হা কার ॥
লাভের লোভে করি ব্যবসায়
মূল ধন হারায়ে কাঁদি
এখন প্রাণে বাঁচা দায়
মহাজনের দেনার দায়ে
ভাগ্যে শেষে কারাগার
নাম শুনেছি, "দীনবন্ধু হরি"
তোমার কৃপা হ'লে এবার
ভব সিন্ধু তরি
তাই কাতরে বিনোদ ডাকে
দেখা দেওহে কর্ণধার ॥৬॥

কোথা সে নবীন নীরদবরণ শ্যাম ॥
শুনিলাম যার ভুবন পাবন নাম ॥
হেরিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল হৃদয়ে
আসিলাম আশায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে
কিন্তু কর্ম্মদোষে দিন যায় ব'য়ে
কোথায় লুকায়ে আছ গুণধাম ॥
ভক্তি শক্তি হীন ডাকতে না জানি
তথাপি তোমার কৃপা গুণ মানি
দেখাও এদীনে চরণ দু'খানি
প্রেমানন্দে মগ্নরব অবিরাম ॥
জগতের জীব তব নিত্য দাস
কিন্তু দৈবদোষে স্বতন্ত্র প্রয়াস
দুর্ব্বল হৃদয়ে উচ্চ অভিলাষ
বিনোদের পুর্ণ কর মনস্কাম ॥৭॥

দয়াময়ি ! রাধে ! কত অপরাধে
ডুবিতেছি প্রতিদিন ॥
নিজ কৃপা বলে তুমি না তরালে
হবে. এই দীন গতি হীন ॥
নিজ–ভাবকান্তি জালে-জড়ায়ে বল্লভে
স্থান দিতে জীবে শ্রীপদ পল্লবে ।
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে এলে নবদ্বীপে
যুগল কিশোর নিত্য প্রেমাধীন ॥

যুগল চরণে তাই নিবেদন
কৃপাকরি দেহ প্রেমভক্তি ধন ॥
যদি ভাগ্যে মিলে সেরূপ দর্শন
তবে বিনোদের হবে স্বরূপ নবীন ॥৮॥

নবীন সাগর

জয় জয় জয় রাধিকা হৃদয়
বিহারী পরম রসিক শ্যাম ।
রসাবেশে ভোর উজ্জ্বল কিশোর
ভাবকান্তি দামে মোহিত কাম ॥
বিজিত দামিনী ভামিনী কামিনী
বিনোদিনী সঙ্গে যাপিছে যামিনী ।
পাশে নব ব্রজবালা চারু চন্দ্রমালা
দীপ্ত বৃন্দাবন মধুর ধাম ॥
বিমল চন্দ্রমা গগনে উজ্জ্বল
চারিপাশে শোভে নক্ষত্র মণ্ডল ।
সে আলোকে পূর্ণ ঘন বনস্থল
তাহে ভ্রমর গুঞ্জন শ্রবণাভিরাম ॥
লীলার তরঙ্গে সকলে ভাসিছে
ডালে শারী শুক পিক মধুর গাহিছে ।
যদি ভাগ্যবলে সে দর্শন মিলে
তাই বিনোদ গায় রাধাকৃষ্ণ নাম ॥৯॥

এই ব্রজধামে এসেছি ।
যত কর্ম্ম দক্ষ স্বপক্ষ বিপক্ষ
সবার নিকটে বিদায় নিয়েছি ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্পর্শে সুপবিত্র
শান্তি সুখময় মহাপুণ্য ক্ষেত্র
আনন্দ উল্লাস মাধুর্য সর্ব্বত্র
দর্শনেই নেত্র সফল করেছি ॥
অমৃত প্রবাহ শ্রীযমুনা জলে
স্নান পানে তৃপ্ত আশা ভক্তি ফলে
জুড়ায় শ্রবণ মধুর কল্লোলে
সে কালিন্দী কূলে আশ্রয় পেয়েছি ॥

কৃষ্ণ হে !

দূর্বল ব'লে এমন ক'রে ছলে
আর আমার সাধে দিও নাহে বাধা
তুমি জান সব দশা পাপের পিপাসা
নিবারণে কেন এত অসুবিধা ॥
আমি পতিত মলিন অতি দীন হীন
তাই কৃপাডোরে বেঁধে রাখ নিজাধীন ।
এই ভিক্ষা চাই অন্য গতি নাই
নিজ নামামৃতে নাশ ভবক্ষুধা ॥
রব কত কাল মায়া পাশে বাঁধা
ভবের বাসনা সকল সমাধা

হবে নাকি ভাগ্যে তব "পদ সাধা"
সদা বলবে রসনা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা ॥
জলাঞ্জলি দিয়ে সব লাজ ভয়ে
এসেছি তোমার শ্রীচরণাশ্রয়ে
ওহে কৃপাময় এস এসময়
বিতর বিনোদে প্রেমরস সুধা ॥১০॥

নয়ন রঞ্জন চিত্ত বিমোহন
হৃদয় ভূষণ অমূল্য রতন
মঞ্জীর রঞ্জিত রাজীবচরণ
ধরণীর কত শোভাকর ॥
এইত গোপীর পরাণ পুতলী
তারা, সর্ব্বস্ব দিয়াছে ঐ রূপে ভুলি
লজ্জা ধর্ম্ম কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি
নিজস্ব করেছে শ্রীশ্যাম সুন্দর ॥
যার হৃদে জাগে সদা সে মূরতি
সে জানে তাহার পরম পিরিতি

শ্রীরাধে !

সখীর কৃপায় পায় রতি মতি
তাঁর শ্রীচরণে বিনোদ কিঙ্কর ॥১১॥

শ্রীশ্রীগৌরঃ (গীতং)

ভজ মানস !

শ্রীগৌর পদ যুগলমতি শীতলং
অভয় অমৃত বর্ষি হর্ষিত ধরাতলং

সৰ্ব্ব তাপ নিবারণং
সৰ্ব্বদা শান্তি কারণং
সৰ্ব্বেষামেব শরণং
সৰ্ব্বথা মহাবলং
ভক্তচিত্তে তৃপ্তি কারকমমলং
বাঞ্ছিতার্থ প্রদমশেষ মঙ্গলং
অখিল জীবন রসদমতুলং
সৰ্ব্বত্র পূজিতমতিশয় কোমলং ॥
বিজিত কমল দল গৌরব সৌরভং
অগণ্য বিবিধগুণ চিহ্নাদি সুশোভং
অনন্য মহিম বর সমুজ্জ্বল প্রভং
বিবুধগণ বন্দনীয়ং নৃত্য চঞ্চলং ॥
দীন বিনোদ হৃদয় বিভাবিতং
প্রেম প্রমোদপ্রদমারাধ্যমীহিতং
বিপদি সম্পদি সমমেব হিতং
জনয়তি শুভফলমেব কেবলং ॥১২॥

যমুনার জল আনন্দে নাচিছে
পবনের সঙ্গে তরঙ্গ ভঙ্গে ॥
তীরে তরুলতা হেলিছে দুলিছে
পল্লব কুসুমে কতই রঙ্গে ।
বিমল বালুকা কর্পূর ধবল

অতি সুকোমল নিত্য লীলাস্থল
সখীবৃন্দ সহ বিরাজে যুগল
শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেম তরঙ্গে ॥
অনন্ত ভাবের হিল্লোল বহিছে
সদা সুখময় উৎসাহ বাড়িছে ।
লীলা পরিকর সেবনে মাতিছে
কুসুম অঞ্জলি দেয় শ্রীঅঙ্গে ॥
কেহ মালা গাঁথি পরাইছে গলে
নানা বিভূষণে সাজায় যুগলে
কর্পূর তাম্বুল বদন কমলে
দেয় কত সাধে কৌতুক রঙ্গে ॥
অতি শোভাময় সেরূপ মাধুরী
সর্ব্বত্র খেলিছে আনন্দ লহরী
মত্ত মাতঙ্গের ভঙ্গীতে শ্রীহরি
বিহরি মাতায় কীট পতঙ্গে ॥
নাচিছে ময়ূর গুঞ্জরে ভ্রমর
কোকিল কাকলী অতি মনোহর
শুকশারী সুখে গাহিছে সুস্বর
হেরে কুরঙ্গিনী কুরঙ্গ সঙ্গে ॥

(ঐ রূপ মাধুরী)

সেই মহোৎসব হেরিবার তরে
প্রতি দিন আশা বাড়িছে অন্তরে
শ্রীগুরু কৃপায় যদি পূর্ণ করে
দীন বিনোদের মোহ বিভঙ্গে ॥১৩॥

আয়রে আয় পাগলের দল
আয়রে সেই দেশে যাই ॥
যে দেশে এ দেশের মত
অমস্ত অশান্তি নাই ॥
অন্যায় কলহ কথা
অযথা মর্ম্মের ব্যথা
ধর্ম্ম পথে বাধা দিতে
পারিবে না সেই ঠাঁই ॥
সকলে সবার বন্ধু
কেহ কারও শত্রু নয়
হাসি মাখা মুখে সবে
সুধাসম কথা কয়
থাকে না শমন ভয়
হয়, সকল সংশয় ক্ষয়
প্রেমময় চিত্তরয়
আনন্দে মাতিয়া তাই ॥
আনন্দাশ্রু বিনা যথা
বদনে রোদন নাই
শোক মোহ সব ঘুচে
শান্তির সন্ধান পাই
মায়াময় অন্ধকার
সেখানে থাকে না আর

উজ্জ্বল আলোকে কৃষ্ণ
চরণ চিনিতে চাই ॥
আনন্দ লহরী যথা
শান্তির শমীরে খেলে
ছোট বড় ভেদ নাই
সকলে একত্রে মিলে
নাহি তথা অভিমান
নাই আত্ম পরজ্ঞান
চল, উল্লাসে মাতিয়া সবে
হরিগুণ গান গাই ॥
প্রাণে প্রাণে মিলে যদি
তবে তার সঙ্গে চলি
প্রেমানন্দে নেচে গেয়ে
শ্রীরাধে গোবিন্দ বলি
আর কেন বিলম্ব কর
শীঘ্র ভক্তিপথ ধর
বিনোদের নিবেদন
কে যাবে সে এস ভাই ॥১৪॥

কিসের লাগিয়া যতন করিয়া
বলগো বিশাখা সখি !
আমার নয়নে কাজল পরালি
একি অপরূপ দেখি ॥

ছিল–

সহজ শ্যামল যমুনার জল
নিবিড় জলদ ভাতি।

এখন,

তরঙ্গে তরঙ্গে আঁধারে ডুবিল
সমান দিবস রাতি ॥

সেই–

সুনীল আকাশে মিশিছে আসিয়া
চাঁদের কলঙ্করেখা।
অনন্ত নক্ষত্র চমকে চৌদিকে
কি যেন গোপন লেখা ॥
কর্পূর ধবল সৈকত পুলিনে
শ্যামল চরণ কার।
শোভে সারি সারি নীলমণি ময়
বসুধার হৃদে হার ॥
তরুর পাতায় নীলিমা সঞ্চিত
কুসুমে ভ্রমর কুল।
যাদেখি নয়নে সব নীল কান্তি
কি যেন মনের ভুল ॥
আগে ও দেখেছি কত নীলবর্ণ
এ যেন নূতন দেখা।
সর্ব্বত্র কে যেন করেছে অঙ্কিত
অপূর্ব্ব কজ্জল রেখা ॥

শুন গো শ্রীরাধে ! সাধের কজ্জ্বলে
উজ্জ্বল নয়ন তারা ।
হেরি চাঁদ মুখ বিশাখার সুখ
তুমি—
অনুরাগে আত্মহারা ।
ইন্দ্র নীলমণি হয় পরাজিত
যাহার কান্তির কাছে
কহিছে বিনোদ সেই শ্যাম চাঁদ
তোমার নয়নে আছে ॥১৫॥

কৃষ্ণ হে !
এই বিপদে পড়িয়াছি
তোমারে ভজিতে বাঞ্ছা হয় চিতে
কিন্তু—
নানা চিন্তা জালে জড়িয়াছি ॥
আর—
কে আছে বান্ধব করে পরিত্রাণ
কার কাছে গিয়া জুড়াইব প্রাণ
ওহে, কৃপা পারাবার তুমি একবার
দেখা দিবে ব'লে
(আশাপথে) চেয়ে আছি ॥
বড় সাধ হয় তোমার চরণে
লইব আশ্রয় জীবনে মরণে

বুঝিয়াও ভুলি–
কিন্তু কি কারণে
এখন, জীবনে মরিয়া আছি
পাপে অনুতাপ ঘটে অনুক্ষণ
তবু নানালোভে অবিতৃপ্ত মন
তাই কৃপায় বঞ্চিত বিনোদ এখন
কৃষ্ণ তব নামে কলঙ্ক দিয়াছি ॥১৬॥

জয়তি যমুনাতট বিহারী
ব্রজগোপ নারী মনোহারী
রস সাগর শ্যাম নাগর
মোহন মুরলী ধারী ॥
রাস কেলিকলা কৌতুক বিলাসী
রাধিকা হৃদয় প্রণয় প্রয়াসী
ত্রিভঙ্গ মধুর মূর্তি সুচতুর
নিত্য নব ভাবোদয় কারী ॥
সেবারত সখীবৃন্দ সমাবৃত
বিবিধ বিচিত্র ভূষণ সজ্জিত
লোচন রোপন চারু শ্রীচরণ
বিনোদ হৃদয় চারী ॥১৭॥

এই অধম জনের এক নিবেদন
শুনহে গোকুল বীর।

এই,

দীনের অন্তরে যেন চিরতরে
সেই "ভাব" রহে স্থির ॥
ভবের অন্যভাব সব ভুলে যাই
কেবল তোমার মুখপানে চাই
অন্তরে এখন অন্য আশা নাই
ঘটে নিত্য বাস শ্রীযমুনাতীর
আঁধার হৃদয় হবে আলোকিত
ভাবভরে দেহ হবে পুলকিত
তব, লীলার স্মরণে চিত্ত বিগলিত
কবে অবিরত নয়নে বহিবে নীর ॥
দীন, বিনোদের আশা পুরাও শ্রীগোবিন্দ
শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে হবে প্রেমানন্দ
রাধাকৃষ্ণ নাম বলি অবিরাম
ব্রজরজে লীন হবে এ শরীর ॥১৮॥

ঐ শ্যামের—

মোহন মুরলী বাজে।
বিভ্রমে ব্যাকুলা ব্রজকুল বালা
কান্ত দরশনে সাজে ॥

অদ্ভুত পীরিতি বিপরীত রীতি
বসন ভূষণ অঙ্গে ।
আপন আপন চিত্ত উচাটন
কেহ নহে কারও সঙ্গে ॥
কুসুম সজ্জিতা চারু তরু লতা
উজ্জ্বল চন্দ্রিকা তাহে ।
গন্ধ মনোহর বিহ্বল অন্তর
পথ পানে নাহি চাহে ॥
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে বংশী বট তটে
সবাই মিলিল আসি ।
সেবার সম্ভার বহিবার ভার
চাহে এ বিনোদ নবদাসী ॥১৯॥

দিলে না হে দীনবন্ধু দয়া করে
এই দীনে দেখা ।
তুমি ত, অধম তারণ পতিত পাবন
দীন হীন কাঙ্গালের সখা ॥
সাধু গুরু মুখে তোমার
কতই মহিমা শুনি
আশা পথে চেয়ে আছি
কবে আসিবে গুণমণি
ক'রে তোমার সাধন ভজন
ত'রে গেল হায় কত জন

তব কৃপার নিদর্শন কত শত
শাস্ত্রে লেখা ॥
পড়ে আছি আমিই কেবল
ভবে মহা অপরাধী

কোনও–

শক্তি নাই ভক্তি নাই
কিসে তোমার চরণ সাধি
দয়াল হরি নিজ গুণে
কৃপা কর এই অকিঞ্চনে
এখন হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দি
মুছিবে কিনা বিনোদে "ভাগ্যরেখা" ॥২০॥

কৃষ্ণ হে!

তোমায় শুনাইতে চাই গান।
যদি কৃপা করি কর অবধান ॥
দাঁড়াও কদম্ব তরু তলে
প্রিয় সখা সঙ্গে কুতুহলে
মধুর মুরলীতে বাজাও সুতান ॥
সেই সুরে মিশাইব স্বর
হবে তবে অতি মনোহর
রাগরাগিনীর জানিব সন্ধান ॥
পদ তলে ধর তুমি তাল
নৃত্য ভঙ্গি জান চির কাল
রসাল সঙ্গীতে তব জুড়াইবে প্রাণ ॥

সেই তব প্রেমানন্দ ধাম
গাহিব শ্রীরাধা রাধা নাম
অন্য দিকে আর যাইবে না কান ॥
যদি কৃষ্ণ কৃপা কর তুমি
হবে সেই গানে পূর্ণ ব্রজভূমি
চাহে এবিনোদ যুগল চরণে স্থান ॥২১॥

সোনার গৌরাঙ্গ নেচে যায়
ঐ নদীয়ায়
তোরা দেখবি যদি ধেয়ে আয় ॥
আনন্দ তরঙ্গ ময়ী
গঙ্গার পবিত্র তটে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
সুধাময় নাম রটে
পড়িয়া মায়া সঙ্কটে
যেজন যায় তার নিকটে
সে জীবের জীবনের মত
এ ভবের জ্বালা জুড়ায় ॥
ঐ রূপ দর্শনে যার
অভিলাস নিরন্তর
তার পক্ষে এত দিনে হ'ল
শুভ অবসর
ক'রনা কেউ অব হেলা

আলস্যে হারাবে বেলা
লভিতে চরণ রেণু
সাধু সঙ্গ সদুপায় ॥
আমি মলেম হে গোকুলের চাঁদ !
তোমায় না হেরিয়া ॥
তুমি কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু
তবু আছ লুকাইয়া ॥

প্রাণনাথ হে

এক বার এসে দেওহে দেখা–
(আকুল প্রাণে তোমায় ডাকি হে !)
ঘুচে যাবে সব কর্ম্ম লেখা
ওহে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা

(প্রাণসখা হে)

প্রাণ রাখ দেখাদিয়া ॥
কত শত জন্মের অপরাধে
আমায়, মায়াজালে সদাবাঁধে
(ভেবে অন্ত পাইনা হরি হে)
তাই এখন
এদীন বিনোদ কাঁদে
হা কৃষ্ণ ব'লে ফুকারিয়া ।
(একবার দেখা দাও হে) ॥২২॥

হরি হে !

এই আবার নূতন খেলা
ওহে কৃষ্ণ দয়াময় সহসা উদয়
ভব মনে সন্ধ্যা বেলা ॥
সব সাঙ্গ করি নিজ সঙ্গি গণে
দিয়াছি বিদায় আপন ভবনে ।
তথাপি তোমার এই আকর্ষণে
নাচিতে হইবে অদ্ভুত এ লীলা ॥
দেহ অসমর্থ কেহ নহে হিত
শুভ কার্য্য ভাবি হয় বিপরীত
বুঝিনা তোমার কেমন চরিত
কিহেতু আমারে এখানে আনিলা ॥
যদি দৃঢ় হয় তব আকর্ষণ
করিতে পারিব আত্ম সমর্পণ
নতুবা কেবল রহি বৃন্দাবন
বিনোদ হৃদয় কঠিন শীলা ॥২৩॥

কত বিঘ্ন আছে হরি !
তোমার এই মায়ার দ্বারে ।
ভজনের শত্রু রূপে
দেখাদেয় বারে বারে ॥

একান্ত চিন্তায় মন
মগ্ন রবে অনুক্ষণ
তব নাম গুণ লীলা স্মরণেতে
কি প্রকারে ॥
আধি ব্যাধি নিরন্তর
অন্তরে অভাব বোধ
জরাজীর্ণ কলেবর
অভ্যন্তরে কাম ক্রোধ
লোভ আদি রিপুগণে
করে সদা জ্ঞান রোধ
ভীত, এ বিনোদ সদা
কালের তরঙ্গ ভারে ॥২৪॥

কৃষ্ণ হে !

এই ভবে উদ্ধারিতে
তুমি মাত্র শক্তিমান্
তব কৃপা ভিন্ন কিসে
হতে পারি ভক্তি মান্ ।
মহৎ সজ্জন যত
সবে তব পদানত
উদ্ধত জীবের প্রতি

কিসে করে দৃষ্টি দান
অহঙ্কারে মত্ত চিত্ত
নিত্য কত অভিলাষ
দৈন্য হীন জন্য নহে
তোমার চরণ দাস
কোন রূপে ঘটে যদি
নিত্য তব ধামে বাস
তবে—বিনোদের শেষ দিনে
হইবে সার্থক প্রাণ ॥২৫॥

চির স্থির রাখ
"সর্ব্বতত্ত্ব মূল"
তাহাতে না হয় যেন ভুল ॥
পরমার্থ জ্ঞানে
মিথ্যা দৃষ্টি দানে
মায়া মোহ জালে
হইও না আকুল ॥
বাহ্য বস্তু যত হেরিছ সতত
তাহাতে আনন্দ পেয়ে আপাততঃ
হ'লে চরমে পরম আনন্দে বঞ্চিত
নিজ হস্তে দিবে নিজ হৃদে শূল ॥

কতই উন্নতি বাহিরে হেরিবে
অভ্যন্তরে তার সত্য না পাইবে
ভেবে দেখ তবে
কোন বস্তু হবে
পরমার্থ সত্য প্রেম সমতুল ॥
কাতরে বিনোদ কহে নিরন্তর
সত্য নিষ্ঠ হও ভজনতৎপর
হরে কৃষ্ণ নাম গাও অবিরাম
পাবে চিত্তে সদা আনন্দ অতুল ॥২৬॥

কৃষ্ণ হে !

তুমি সর্ব্ব শক্তিমান্
এই দীনে কর শক্তি দান
তব ভক্তি পথে যেন
হতে পারি অগ্রসর ।
আমি চির মায়া বদ্ধ
সব পথ অবরুদ্ধ
বিশুদ্ধ ভজনে তাই পাই নাই অবসর
দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ
ক্ষুব্ধ হ'য়ে পরস্পর
মায়া যুদ্ধে রত রহে নিরন্তর
নবীন আশায় অসন্তোষ

কভু যদি রেখা
ক্ষণ মাত্র যায় দেখা
পরে চঞ্চল অন্তর ॥
বিবেক বৈরাগ্য দৈন্য
ভক্তি প্রেম সুদুর্লভ দুঃখ দুর্ব্বলতাভয়
চিত্তে সতত সুলভ
এ বিনোদ
কাঁদে তব জন্য
দেখা পেলে হব ধন্য
তবে অন্য বস্তু নাথ
নহে নিত্য সুখ কর ॥২৭॥

মায়া কি আর কহিব তোরে
এত লাঞ্ছিত করিলি কেন মোরে
কেহ কহে জীব
"অনাদি বহির্ম্মুখ"
তাই তারে—"কৃষ্ণ ভজনে উন্মুখ"
করিবার তরে দেয় এত দুঃখ
(কিন্তু, কৈ কিছু বুঝি না)
তাই পড়েছি বিষম ঘোরে ॥
যা কর তা কর সহিব সকল
যদি সত্য হয় সেই, শেষ ভক্তি ফল
আর কতদিন রহিব অধীন
এখনো রয়েছি বদ্ধ মোহ ডোরে ॥

ত্যজ নিজ বল দাও অবসর
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হতে অগ্রসর
দীন বিনোদের দেখিতে বাসনা
সদা সেই শ্রীনন্দ কিশোরে ॥২৮॥

কৃষ্ণ কৃপা হলে কি না হয়
কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি বিনে
অন্য সাধারণ জনে
না হয় সে কৃপা লবোদয় ॥
তুমি ত করুণা সিন্ধু
দিলে তার এক বিন্দু
ক্ষতি কি বুঝিতে,
পারি না হে দয়াময় ॥
কত লোকে কত বলে
পাষাণ ভাসে সিন্ধু জলে
শুষ্ক তরু পুষ্প ফলে
শোভে অতিশয় ॥
তাই বলি' এই দীন হীনে
বেঁধে রাখ শ্রীচরণে
হবে কি বিনোদের ভাগ্যে
সেই সুসময় ॥২৯॥

অধম পতিত জনে
রক্ষা কর হরি ।
আর কত কাল রব
তোমায় পরিহরি ॥
কৃপা করি দীনবন্ধু
করহ নিস্তার ।
তব অদর্শনে চিত্ত
ক্ষুব্ধ অনিবার ॥
আমার বলিতে নিত্য বন্ধু
কেহ নাই ।
ব্যাকুল হইয়া সদা
তোমা পানে চাই ॥
একবার দীনে যদি দেহ দরশন ।
তবে চিরতরে নাথ শান্ত হয় মন ॥
বিষয় পিপাসা ঘুচে
আনন্দ সন্ধানে ।
নিয়ত ধাবিত হবে শাস্ত্রের বিধানে ॥
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরি হরি বলি ।
দীন বিনোদের চিত্ত হবে মহাবলী ॥৩০॥

সত্য-তত্ত্ব সার শান্তি পারাবার
আনন্দ নিধির সন্ধান লও ।
সাধু শাস্ত্র মতে মিলিবে জগতে
সে বস্তু সাধনে তৎপর হও ॥
যাহা হ'তে এই বিশ্বের প্রকাশ
যার শক্তি বশে বিবিধ বিলাস ।
অনন্ত বৈচিত্র্য ঘটে যত্র তত্র
এ বড় আশ্চর্য্য ভাবিতে রও ॥
যাহার আশ্রয়ে হয় নিত্য স্থিতি
যাহাতে সমৃদ্ধি যা'তে শেষ গতি ।
সর্ব্ব সমাধান
যাহার বিধান
সর্ব্ব কর্ত্তা তিনি জানিতে চাও ॥
সর্ব্ব মূল এক মহাবস্তু হ'তে ।
অনন্ত পদার্থ ভ্রমিছে জগতে
আকর্ষণে বদ্ধ রয়েছি তাহাতে
তুমি তাহা হতে বিচ্ছিন্ন নও ॥
সর্ব্ব আকর্ষক পূর্ণানন্দ ধাম
সর্ব্ব শাস্ত্রে তাই কহে "কৃষ্ণ" নাম
সেই কেন্দ্র স্থানে সবার বিশ্রাম
তাঁর দিকে সদা ধাবিত হও ॥

ভেবে দেখ মূল সত্য না থাকিলে
কোন মিথ্যা বস্তু কল্পনা চলে
জগতে তাহার দৃষ্টান্ত না মিলে
ভ্রান্ত সেই জন দেখিতে পাও ॥
শাস্ত্র দৃষ্টি দিয়ে কত সু বিচার
অনুভবী সাধুসঙ্গে বার বার
রবেনা সন্দেহ মিলিবে সুসার
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নিযুক্ত রও ॥
বহির্ম্মুখ চিত্ত নিতান্ত উদ্ধত
সজ্জন কৃপায় হয়ে যায় নত
বিনোদের মন ক্ষিপ্ত অনুক্ষণ
রাধাকৃষ্ণ বলি সুপথে যাও ॥৩১॥

কৃষ্ণ যদি না পাই সখি
জীবনে কি কাজ।
কিসের কর্ম্ম কিসের ধর্ম্ম
কিসের লোক লাজ ॥
কি করিব দেহ গেহ
আর, জগতে নাই-নিজের কেহ।
কি করিবে বল আমার
গোপিকা সমাজ
কি করিবে যশোমতী
নন্দ মহারাজ ॥
কিসের লাগি ধন রত্ন

কার প্রতি করি যত্ন
কিসের জন্য এত চন্দন
ফুল মালার সাজ ॥
অন্যের অন্বেষণে কেন
বৃথা কাল ব্যাজ
বিনোদ বলে সত্য রাধে
কৃষ্ণ চরণ সবাই সাধে
তোমার দাসীর দাসী হয়ে
শিখিব সেবা কাজ
কৃষ্ণ বিমুখ হই যদি
মাথায় পড়ুক বাজ় ॥৩২॥

ভজ শ্রীনন্দ নন্দন ।
কি জানি কখন কোন দোষে মন
অন্যদিকে যাবে করিবে ক্রন্দন ॥
নিঃশ্বাসে বিশ্বাস আর কতক্ষণ
ক্ষণে বন্ধ হয় দেহের স্পন্দন ।
সব ধন জন রহিবে তেমন
কেহই আপন হবে না তখন ॥
শমন সদন গমন বারণ
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর যতক্ষণ
প্রেমানন্দে মন হইবে মগন
বিষয়ের সঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জন ॥

ঐ এক আশা হৃদয়ে ধারণ
তদুচিত কার্য্য সর্ব্বদা সাধন ।
অনুকূল ভাবে ভক্তির পোষণ
হৃদে দৃঢ় রাখ শ্রীগুরু চরণ ॥
বিনোদের এই নিত্য নিবেদন
সত্য সত্য শুন ওহে সখীগণ ।
শ্রীরাধা দাসীর দাসীর চরণ
ধূলিতে হউক মস্তক লুন্ঠন ॥৩৩॥

কৃষ্ণ হে করুণাময়
এই কি তোমার কৃপার দান ।
তুমি জগৎ বাসী তরাবে
কেবল দূরে আমাকেই তাড়াইবে
এমনে কেমনে বল বাড়াইবে নিজের মান
অযোগ্য বলিয়া নাহি কর দৃষ্টি দান
সেই দিনে এই দীনে
দেখা দিও দীনবন্ধু হরি ।
যাবার সময় হে দয়াময়
তোমার ঐ চাঁদ বদন হেরি ॥
মুখে বলিব তোমার সুধা মাখা নাম
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম
হৃদয়ে চিন্তিত যুগল রূপ রাধাশ্যাম

এই ব্রজের পবিত্র রজ
মাখিব অঙ্গ ভরি ॥
তিলক তুলসী মাল্যে বেশ করি
গুরুদত্ত মন্ত্র হৃদয়েতে স্মরি ।
উত্তান নয়নে
হেরিব চরণে
দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করি ॥
চারিদিকে হবে হরি সংকীর্ত্তন
শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরের স্মরণ ॥
আনন্দে মাতিয়ে রবে ভক্তগণ
অন্তিমে বিনোদ চতুর্দ্দিকে ঘেরি ॥৩৪॥

নিকুঞ্জ কাননে দিব্য রত্নাসনে
শোভে শ্যাম সঙ্গে–
শ্রীমতী রাধিকা ।
বৃন্দাবনেশ্বরী নবীনা কিশোরী
শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রণয় সাধিকা ॥
আনন্দ লতিকা সখীর সমাজে
মহাভাবরূপা কৃষ্ণ রসরাজে ।
কৃষ্ণ কন্ঠগতা নিজ ভুজ লতা
যেন, দুলিছে কাঞ্চন চম্পক মালিকা ॥

উন্নত রসের উজ্জ্বল দীপিকা
কন্দর্প বিধির সৌভাগ্য লিপিকা।
প্রেমরস ঘন বঙ্কিম নয়ন
শ্যাম নায়কের সুযোগ্য নায়িকা ॥
মত্ত রহে যেন বিনোদের মন
রাধা কৃষ্ণ লীলা রসে অনুক্ষণ।
কবে, যুগল মিলন পাব দরশন
ধন্য সখীসব নিত্য আরাধিকা ॥৩৫॥

এই ভবে জীবের
হরি নাম কেবল সম্বল ॥
(ঘোর কলিকালে)
যতদিন আছে রসনায় বল
মন, সদা হরি হরি বল হরি হরি বল।
মুদিলে নয়ন হায় ! ফুরাবে সকল ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
গাওমন উচ্চৈঃস্বরে
সদা প্রেমানন্দ ভরে।
এই সুমধুর হরি নামে
দত্ত আছে সর্ব্ব বল ॥
শাস্ত্রে নানা স্থানে আছে মহিমা প্রচার
নিরন্তর বল ইথে

বিধি নাহি আর ॥
জপ করিয়া নির্ব্বন্ধ
হবে আনন্দ সম্বন্ধ ।
উচ্চস্বরে সংকীর্ত্তনে
হয় মহা ফল ॥
এই হরিনাম জপ্য গেয় ধ্যেয় নিরন্তর
বহুরূপে কীর্ত্তনীয়
বহু শান্তি সুখ কর ॥
কালা কালের বিচার
নাহি স্মরণে তাহার ।
আনন্দে উচ্ছিষ্ট মুখেও
হরি হরি বল ॥
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র
মহাপ্রভুর মহাধন ।
সবে মিলি নাচ গাও
কর মহা সংকীর্ত্তন ॥
নাম পরম উপায়
নামে সর্ব্ব ফল পায় ।
যারে তারে বিলাইতে
"মহাপ্রভুর আজ্ঞা" বল ॥
অপরাধ শূন্য হয়ে
একবার নাম লয় ।

মায়াবন্ধ ঘুচে জীবের
হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥
হেন নামে রুচি নাই
বঞ্চিত হ'লেম তাই ।
বিনোদের অপরাধ
আছে দুর্দৈব প্রবল ॥৩৬॥

রতন হিন্দোলে, দোলে রসবতী রসময় ॥
কদম্বের তলে রতন হিন্দোলে
সখীগণ সঙ্গে আনন্দ হৃদয় ॥
মণি মুক্তাযুক্ত স্বর্ণপাট্ট ডোর
হেলিছে দুলিছে যুগল কিশোর ।
পরস্পর হেরি আনন্দে বিভোর
মৃদু মন্দ হাসি বদনে উদয় ॥
কুসুমের গন্ধ বহিছে পবন
উৎসাহে দোলায় বহু সখীগণ ।
শুকপিক তান অলির গুঞ্জন
নিকুঞ্জ ভবন কত শোভাময় ॥
শ্রাবণে গভীর জলদ গর্জ্জন
মৃদু মৃদু বারি বিন্দু বরিষণ ।
ভেক কোলাহল চাতক নিস্বন
চারিদিকে শোভে তরুলতা চয় ॥

আনন্দে খেলায় মত্ত রাধা শ্যাম
বিন্দু বিন্দু ঝরে বদনের ঘাম
সখীগণ হেরি করায় বিশ্রাম
ক্রমে হিন্দোলার বেগ মন্দ হয় ॥
বদনের ঘাম মুছায়ে যতনে
কর্পূর তাম্বুল আদি সমর্পণে ।
ব্যস্ত সেবাপর প্রিয়সখীগণে
ব্যজনে শীতল সমীর বয় ॥
মাল্য চন্দনাদি বসন ভূষণ
যথাযোগ্য সাজে অতি সুশোভন ।
আলো করিয়াছে রত্ন সিংহাসন
যুগল কিশোর আনন্দে রয় ॥
সে রূপ মাধুরী করিতে দর্শন
দীন বিনোদের চিত্ত উচাটন ।
হায় হায় ভাগ্য নাহিরে তেমন
সে প্রেমের যোগ্য মোর ভজন নয় ॥৩৭॥

ওহে দীন বন্ধু হরি
এই, দীনে দয়া করি ।
ভবের বাজার হতে
দাও এখন বিদায় ॥
নাহি লাভের আশা

চাই না ভালবাসা
কিসের লোভে করি পারের ব্যবসায় ॥
আমি জন্মাবধি মহা অপরাধী
পেয়ে মহানিধি হারালেম হেলায়
এখন, কি হবে কি জানি
জীবনের শেষে
কবে কোন বেশে
যাব কোন দেশে
যদি তোমার আদেশে
কেহ ধরি কেশে
তব পদ প্রান্তে লয়ে যায়
তাই এ বিনোদ ঐ অভয় চরণ শরণ চায় ॥৩৮॥

এই ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধূলি ॥
দৃঢ় ভক্তি ভরে মস্তক উপরে
লওরে যতনে তুলি ॥
এই ব্রজরজ প্রাপ্তির আশায়
যত ভক্তবৃন্দ বৃন্দাবনে ধায় ।
কৃষ্ণ নাম গায় গড়াগড়ি যায়
ভবের ভাবনা ভুলি ॥
ব্রহ্মা শিব রমা দেবী আদি করি
পবিত্র হইতে রাখে শিরে ধরি ।

এই রজের মহিমা বর্ণিতে না পারি
বহু শাস্ত্রে খ্যাত গুণাবলী ॥
তত্ত্ব জ্ঞানী ভক্ত অক্রুর সজ্জন
গড়াগড়ি দিল করিয়া দর্শন
প্রেমাবিষ্ট মন সজল নয়ন
এই আমার "প্রভু পদরজ" বলি ॥
গোপী পদরেণু তাহাতে মিশ্রিত
বৃহস্পতি শিষ্য উদ্ধব বন্দিত ।
অঙ্গে মাখে খায় সবে আনন্দিত
কতজন গৃহত্যাগী হয় স্কন্ধে লয়ে ভিক্ষাঝুলী
অপ্রাকৃত বস্তু তত্ত্ব নিরূপণে
খেলায় "মাখন মাটি"
খ্যাত কৃষ্ণের বদনে
মৃন্ময় চিন্ময় ব্রজে ভিন্ন নয়
চাহে এ বিনোদ হয়ে কৃতাঞ্জলী ॥৩৯॥

কৃষ্ণ হে কর দীনে এইবার করুণা
জন্ম বৃথা গেল শান্তি না ঘটিল
ভক্তি শূন্য হৃদে কেবল বেদনা ॥
কত শত চেষ্টা করি বার বার
তোমার চরণ স্মরণ রাখিবার ।
কিন্তু মায়া মোহে রহি নিরুৎসাহে
অন্তরে অনন্ত ঘটে দুর্বাসনা ॥

আর—

কেহ নাহি নাথ আপন বলিতে
সকলে সচেষ্ট সর্ব্বদা ছলিতে
কিসে হবে হিত ঘটে বিপরীত
ভাগ্যে আছে মাত্র অশেষ লাঞ্ছনা ॥
সাধ শাস্ত্র বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস
এখনো হ'লনা কে দিবে আশ্বাস
কখন ফুরাবে অন্তিম নিঃশ্বাস
নাহি ঘটে যেন যমের যাতনা ॥
নিজ নিত্য দাস বলি রাখ পায়
তরিবার আর নাহিক উপায়
এ দীন বিনোদ এই মাত্র চায়
হরিনামে মগ্ন রহিবে রসনা ॥৪০॥

জয় জয় কালিন্দী কূল কুঞ্জ বিহারী
জয় ভুবন মোহন ময়ূর মুকুট ধারী
ধেনু চারণ লীলা বিচরণ
শ্রীচরণ রজঃ পূত যমুনা বারি ॥
বংশী বাদন রুচি বিনোদন
সহাস বদন মনোহারী ॥
ভক্ত হৃদয় বিমলাকাশে
শারদ শশি সম সমুজ্জ্বল
কিরণ বিকাশ কারী

পরম করুণা প্রকাশি সতত
পাপ তাপ তিমির নিবারি
সত্য বস্তু প্রেম সুধা
বিমল তত্ত্ব প্রচারী ॥
তব অদর্শনে ব্যাকুল হৃদয়
যেন বিষ বর্ষণে সদা দগ্ধ হয়
এ দীন বিনোদে ওহে দয়া ময়
কৃপা দৃষ্টি দানে সিঞ্চ শান্তি বারি ॥৪১॥

গৌর গুণে মাতিল হৃদয় ॥
এই ঘোর কলিকালে
কি জানি কি ভাগ্য বলে
গৌড়োদয়ে সুধাময়
নব গৌর চন্দ্রোদয় ॥
নবদ্বীপে নব কিরণ
সদা করে বিতরণ
যার বিন্দু স্পর্শ হ'লে
হয়-ভক্ত চিত্ত তমঃক্ষয় ॥
দিবস রজনী যার
কভু নহে দীপ্তি হ্রাস
নিত্যরসে সমুজ্জল
ভাবাবেশে প্রেমোল্লাস

ভক্ত সঙ্গে মিলে যার
সে প্রেম সুধার কণা ॥
সে জন জগতে ধন্য ধন্য
সর্ব্বদা আনন্দ ময় ॥
সদা সেই সুখময় লীলারস আস্বাদন
সেই রূপ চিন্তা আর সেই নাম সংকীর্ত্তন
শ্রীগদাধরের সঙ্গে—
আনন্দে কৌতুক রঙ্গে
বিভোর শ্রীগৌর ভাবি
বিনোদ কৃতার্থ হয় ॥৪২॥

নবীন নীরদ কান্তি শান্তি সুধারসময়
যমুনাতট কুঞ্জ বনে কি সৌভাগ্যে শুভোদয় ॥
শিখিপুচ্ছ ইন্দ্র ধনু নানা বর্ণে সুরঞ্জিত
গুঞ্জাদামে বদ্ধ তাহে মল্লিকা মালতী কত
চারু চূড়া শোভে ভালে
পবন হিল্লোলে দোলে
ব্রজ রমণী নয়ন মণি দর্শনে আকৃষ্ট হয় ॥
ললাটে চন্দন বিন্দু পূর্ণ চন্দ্র সমুজ্জ্বল
মুক্তাদাম তারাবলী শোভিতেছে সুনির্ম্মল
পীতবাস সৌদামিনী
বনমালা বলাকা জিনি
বংশী বাদন বিনোদি বদন

মধুর হাস্য সুধাময় ॥
রাধিকা চাতকী চাহি
প্রেমবিন্দু বরিষণ
শুষ্ক তরু সঞ্জীবিত
স্নিগ্ধ হ'ল বৃন্দাবন
তৃষ্ণাতুর অনুক্ষণ এ বিনোদ অকিঞ্চন
কৃষ্ণকৃপা বিন্দু বিনে
মরু ভূমি এ হৃদয় ॥৪৩॥

জয় শ্রীরাধিকা কাঞ্চন লতিকা
কৃষ্ণ তমাল সঙ্গিনী ।
নব পল্লবিতা কুসুম সজ্জিতা
ললিতা সুরস রঙ্গিনী ॥
পবন পরশে সহজে কম্পিতা
গুঞ্জরিত অলি পুঞ্জ সুরঞ্জিতা
সুচারু মঞ্জরী চির সহচরী
নিভৃত নিকুঞ্জ বিলাসিনী ॥
ঐ তমালের
শাখায় জড়িত সুকোমল কায়
অঙ্গে অঙ্গে মিলি কত শোভা পায়
যেন দীপ্ত নীল মণি কাঞ্চন প্রভায়
সে কান্তি কানন প্রসারিণী ॥

দশদিক তার গন্ধে আমোদিত
সুখে শুক সারী গাহিছে সঙ্গীত
নাচে ঘেরি ঘেরি ময়ূর ময়ূরী
হেরে সে মাধুরী হরিণ হরিণী ॥
অন্য কত লতা চৌদিকে তাহার
সেই, তমালে ঘেরিয়া আছে চমৎকার
বৃন্দাবনে আজি আনন্দ অপার
ধন্য ধন্য রাধা মাধুরী ধারিণী ॥
সেরূপ দর্শনে অন্তরে লালসা
পূর্ণ কর এই বিনোদের আশা
নিজ লীলা স্থলে
রাখ দাসী বলে
নিজ গুণে রাধে
করুণা কারিণী ॥৪৪॥

শুন মনের কথা বলি
তোমরা নিজের ভাই
তোমাদের কাছে
লুকাইতে কি আছে
তোমাদের মুখ দেখে
সুখ পাই
আমার ভজন সাধন দেখে

ভজন করে অনেক লোকে
তেমন সিদ্ধি যদি থাকে
তাতে ক্ষতি নাই –
যাতে লাভ প্রতিষ্ঠার বৃদ্ধি
চাই না কভু তেমন সিদ্ধি
মায়ার বস্তুতে বুদ্ধি
ডুবাতে ডরাই ॥
সাধনের যে সহায় হবে
সদা আমার সঙ্গে রবে
তেমন বন্ধু পেলে তারে
মনের ভাব জানাই ।
প্রেমানন্দে হরি বলে
তার সঙ্গেই যাব চ'লে
বিনোদের সৎসঙ্গ বিনা
অন্য গতি নাই ॥৪৫॥

শ্রীগৌরাঙ্গের
ত্রিভুবন মনো মোহন মাধুরী
গলিত কাঞ্চন ললিত কায় ॥
উন্মদ মদন দমন কান্তি
হেরি লজ্জিতা দামিনী মেঘে লুকায় ॥
বিধু বিনিন্দিত বিমল বদন
মধুর অধর সুধার সদন

কি সুন্দর কুন্দ কলিকা রদন
হাসির লহরী খেলিছে তায়
মৃগমদ গন্ধ কুঙ্কুম কর্পূরে
চর্চ্চিত শ্রীঅঙ্গ কত শোভা করে।
চন্দনের বিন্দু
যিনি পূর্ণ ইন্দু
ললাটে তিলক দীপ্ত প্রভায়
মালতী মালায় মিলিত বিমল
মুক্তা দাম হেম হৃদয়ে উজ্জ্বল
ভক্ত উপহার প্রিয় গুঞ্জাহার
তাহার উপরে দোলে গলায় ॥
পট্টবাস পটবাসে সুরঞ্জিত
পুরট ভূষণ মাণিক্য খচিত।
সুকুঞ্চিত কেশ
নটবর বেশ
ঐ, মত্ত মাতঙ্গ ভঙ্গীতে যায়
সুচারু চরণ সরোজে বিরাজে
কনক নূপুর সুমধুর বাজে
কত দ্বিজ রাজ নখরের সাজে
হয়, পতিত পবিত্র যদি ঐ পদ পরশ পায় ॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে রঙ্গে হাসে
ব্রজের উজ্জ্বল রসের উল্লাসে

হরি হরি ধ্বনি
মাতায় মেদিনী
করুণ অরুণ নয়নে চায় ॥
ভাবে ভক্তবৃন্দ দেহ গেহ ভুলি
হাসে নাচে গায় উর্দ্ধে বাহু তুলি
বিনোদের আশা সে চরণ ধুলি
ঐ মধুর মূরতি
গৌরাঙ্গ রায় ॥৪৬॥

সখি ! ঐ
নব কিশোর নটবর ॥
দাড়ায়ে কদম্ব তরুর তলায়
মোহন মুরলী ধর ॥
ললিত ত্রিভঙ্গ রূপের মাধুরী
বঙ্কিম নয়নে চাহনি চাতুরী
অধরে সুধার ধারা বহে তার
হাস্য রসে মত্ত নিরন্তর ॥
শুনা যায় সখি বংশীর সুতান
অন্তরে পশিলে কাঁপে মন প্রাণ
কি যেন আশায়
উল্লাসে মাতায়
অতি সুমধুর সর্ব্ব মনোহর ॥

করের অঙ্গুলী চম্পকের কলি
বংশীর উপরে নাচাইছে তুলি
হেরি মুগ্ধ মন
করে আকর্ষণ

তাহে—
আব.র, বিশ্ববিমোহন
কন্ঠের স্বর ॥

উহার
চূড়ায় সুচারু ময়ূরের পাখা
ললাটে উজ্জ্বল তিলকের রেখা
অলকা রঞ্জন
কমল বদন
গলের বনমাল
অঙ্গে পীতাম্বর ॥
ধৈর্য্য হীন চিত্ত ধেয়ে যেতে চায়
চিরতরে দাসী হতে রাঙ্গা পায়
ধর ধর সখি ! অধীরা রাধায়
বিনোদ বিহ্বল কম্পিত অন্তর ॥৪৭॥

ওরে ভ্রান্ত মতি চঞ্চল সম্প্রতি
অন্যদিকে গতি কর কি কারণ ।
কত ভাগ্য বলে নিত্য রাস স্থলে
এই ব্রজধামে বাস পেয়েছ যখন ॥

ভেবেছ কি সুখ আছে অন্য স্থানে
মায়া মোহ ভিন্ন নহে সত্য জ্ঞানে
দেখনা নয়নে অনিত্য ভুবনে
কালের কবলে অবশ্য পতন ॥
ধীর স্থির ভাবে কর কৃষ্ণ ধ্যান
কৃষ্ণ নাম জপ গুণ লীলা গান
কৃষ্ণ প্রেমামৃতে তৃপ্ত হবে প্রাণ
মায়ার তরঙ্গে হবে না মগন ॥
এদীন বিনোদ করিছে বিনয়
ওরে মত্ত চিত্ত শুন এ সময়
উপেক্ষা করিলে বিপদ নিশ্চয়
শ্রীকৃষ্ণ চরণে লওরে শরণ ॥৪৮॥

তাঁর চরণ নখর কান্তি
প্রাণে শান্তি দিতে পারে ।
একবার দেখা দিলে পরে
মনো ভ্রান্তি যায় দূরে ।
প্রাণ বাচেনা কৃষ্ণ বিনে
দেখা দিবে সে কত দিনে
গতি হীন এই অভাজনে
নিজ গুণে কৃপা করে ॥
আশা পথে চেয়ে আছি
উর্দ্ধ মুখে নিরন্তর

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে
রুদ্ধ হল কণ্ঠস্বর
নিতান্ত কাতর জনে
এ ঔদাস্য কি কারণে
নাথ তব অদর্শনে
বিনোদের নয়ন ঝুরে ॥৪৯॥

কৃষ্ণ হে আমিত সে পথে যাব না ।
যে পথে তোমার নামটি ভুলায়
আমি সে পথে যাব না ॥

নাথ হে–

রহে যেন মোর সতত হৃদয়ে
তোমার চরণ ভাবনা ॥
কত শত বার অন্যায় কুপথে
ভ্রমিয়াছি নাথ নানা মনোরথে
তাহে ঘটে মহা ক্লেশ
নাহি সুখ লেশ
তার এখনো রয়েছে শেষ বেদনা ॥
কবে হবে সেই শুভ অবসর
হতে পারি যাতে একান্ত কিঙ্কর
অন্য কর্ম্ম পরি হরি
প্রেম ভক্তি লাভ করি
এ দীন বিনোদের হৃদয় বাসনা ॥৫০॥

ওহে কৃষ্ণ—

চাই কেবল দিবানিশি
তোমায় ভাবিতে ।
তোমার প্রেমময়ী
রাধা সহিতে ॥
রসনা মাতিবে সদা
রাধাকৃষ্ণ নামে
ঘটিবে বিরক্তি অন্য সর্ব্ব কামে
তোমার সুপবিত্র এই
শ্রীবৃন্দাবন ধামে
পারি যেন—
নিয়ত নির্জ্জনে একান্ত রহিতে ॥
এই বাঞ্ছা পুরাও কৃপাময় হরি
যুগল চরণ চিন্তায়
বাঁচি কিংবা মরি ।
সংসারের সব বিঘ্ন পরিহরি
এদাস বিনোদ যেন পারে
তোমায় ভজিতে ॥৫১॥

হরি হে !

সকলে কৃতার্থ ভবে
আমি কেবল একাই বঞ্চিত ॥

ইথে কারো দোষ নাই
মাত্র দুর্দ্দশা জানাই
এখন রয়েছে বহু স্বকর্ম্ম সঞ্চিত॥
তার ফল ভোগ হবে কত কাল
মরণ অবধি রবে মায়াজাল
অন্তিমে বিনোদে
যদি না রাখ শ্রীপদে
তবে-শমনের দূত
করিবে লাঞ্ছিত ॥৫২॥

রাম নাম ভবসিন্ধু পারের তরী ।
বীর হনুমান্ তাহাতে প্রমাণ
"জয় রাম" ব'লে তরিল
ভীষণ সাগর বারি ॥
রাম নাম বলি বিশ্বে বহুজন
বিষম সঙ্কটে পাইল মোচন
পাষাণ মানবী হ'ল
পেয়ে তাঁর শ্রীচরণ
স্বর্ণময় হ'ল কাষ্ঠ তরী ॥
ভুলিও না মন এই
তারক ব্রহ্ম নাম

বল অবিরাম "রাম রাম হরে রাম"
এ যে হৃদয়াভিরাম
পরম সুখ শান্তি ধাম
দীন বিনোদের
পরিনাম আনন্দ লহরী ॥৫৩॥

জয় শ্রীরাম চন্দ্র কী জয় ॥
জয় সীতা পতি সুন্দর
লক্ষণাগ্রজ বর–
অযোধ্যা ধাম নিজ নিলয় ॥
যাঁর প্রিয় কিঙ্কর
মহাবীর কপিবর
হনুমান্ মহাভাগ্যবান্
মহোদয় ॥
সর্ব্ব সন্তোষ বর্দ্ধন
জয় জানকী জীবন
ত্রিভুবন পাবন
সদা শান্ত রসময় ॥
ভব ভয় কাতর
জীর্ণ কলেবর
দীন বিনোদ দেহ
শ্রীচরণে আশ্রয় ॥৫৪॥

বন্ধু হে !
আমি কেন তাকাব
তোমার পানে ।
আমি দেখলে যদি তুমি
ব্যাথা পাও প্রাণে ॥

হরি হে ! –

কিসের ভাল বাসা
সকলি দুরাশা
প্রাণের পিপাসা
যেনা জানে–
তার বৃথা অভিমানে
হয়, দুঃখ মর্ম্ম স্থানে
মানে অপমানে
সে যেন সমান মানে ॥
জানিনা অন্তরে তার অন্তরায়
বুঝি না কি কাজে
সে সত্য সুখপায়
ভালবাসা ভবে হরি ।
বড় বিষম দায়
তাই আছে এ বিনোদ
অতি সাবধানে ॥৫৫॥

ওহে জীবন বান্ধব মাধব দয়াময় !
শুন মাত্র দু'টি কথা ॥
তোমায় পাব কি না পাব
কৃপা করে জানাও
ঘুচাও মনের ব্যাথা ॥
বাল্যাবধি এক মনের লালসা
কি জানি কি রূপে ঘটেছে
তোমার অপূর্ব্ব রূপের মাধুরী
হেরিতে বাসনা রয়েছে
তার উপায় ভাবিতে
ব্যস্ত সদা মন
ভ্রমিতেছি যথা তথা ॥
তুমি অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ প্রবর
সর্ব্ব শক্তিমান্ কৃপাময়
বলে দাও প্রভু মাদৃশ দুর্জ্জনে
তোমার করুণা হয় কি না হয়
সে আশা ছাড়িব অথবা রাখিব
এ চিন্তায় কাল যায় বৃথা ॥
তোমায় ভুলিতে চাহিলে
প্রাণে দুঃখ পাই
কি যেন কি এক সম্বন্ধ আছে
অজানা জীবন মরণ সঙ্কটে

তুমি মাত্র "বল" –
সকলে বলেছে
তাই বিনোদ হৃদয়
তোমায় দেখিতে লুব্ধ হয়

করি—

শ্রীচরণ চিন্তা যেমন "চির প্রথা" ॥৫৬॥

ও সব আঁধার ঘরের খেলা
চলবে না এ বেলা
সদা সত্য পথে চল মন ।
আর বিলম্ব নাই
ভেবে দেখ ভাই
কবে হবে ভব লীলা সম্বরণ ॥
স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় অন্তর নিলয়
আলোকিত করে যদি এ সময়
রবে তবে সতত নির্ভয়
কর সেই হরি পদাশ্রয়
তুল্য হবে তব জীবন মরণ ॥
আর কি পাবে মানব জীবনের সুখ
নিজ কর্ম্ম দোষে বিধাতা বিমুখ
ভজন সাধন বঞ্চিত জীবন
হায় হায় !
এ বিনোদ অতি অভাজন ॥৫৭॥

মজ, কৃষ্ণ নাম রস আস্বাদনে।
ত্যজ বাচালতা চপল রসনে!
কত রসাস্বাদ কর নিরবধি
তথাপি হ'ল না তাহার অবধি
পর নিন্দা রসে
মত্ত মোহ বশে
নিরন্তর রহ কেন অকারণে ॥
তীক্ষ্ণ লৌহবাণ মাংস চর্ম্মচ্ছেদী
কিন্তু কটু বাক্য বাণ
সর্ব্ব মর্ম্ম ভেদী
বলি কটু কথা
পর চিত্তে ব্যথা
কেন দাও বৃথা কি স্বার্থ পোষণে ॥
অনিন্দুক হ'য়ে যদি একবার
বলে কৃষ্ণ নাম সে পায় নিস্তার
হয়ে সাবধান কর নাম গান
সৎসঙ্গে বিনোদ রবে বৃন্দাবনে ॥৫৮॥

॥ ভক্তিসংগীত লহরী সম্পূর্ণ ॥

লিখিত সন বাংলা ১৩৫২
শ্রীধাম বৃন্দাবন।

*

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী সম্পাদিতা

হিন্দী গ্রন্থাবলী

১। বেদান্তদর্শনম্ ভাগবতভাষ্যোপেতম্	১৪০.০০
২। শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী	১০.০০
৩। শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা	২০.০০
৪। শ্রীগৌরগোবিন্দার্চন পদ্ধতি	২০.০০
৫। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন দীপিকা	২০.০০
৬। ৭, ৮, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্	৪০০.০০
৯। ঐশ্বর্যকাদম্বিনী	২০.০০
১০। শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুম	৩০.০০
১১,১২। চতুশ্লোকীভাষ্যম্, শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত	৩০.০০
১৩। প্রেমসম্পুট	৪০.০০
১৪। ভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়	৩০.০০
১৫। ব্রজরীতিচিন্তামণি	৪০.০০
১৬। শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনম্	৩০.০০
১৭। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্ন প্রকাশ	৪০.০০
১৮। শ্রীহরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র	৫.০০
১৯। শ্রীহরিভক্তি সার সংগ্রহ	৪০.০০
২০। ধর্ম সংগ্রহ	৪০.০০
২১। শ্রীচৈতন্যসূক্তিসুধাকর	১০.০০
২২। শ্রীনামামৃতসমুদ্র	২০.০০
২৩। সনৎকুমার সংহিতা	২০.০০
২৪। শ্রুতিস্তুতি ব্যাখ্যা	১০০.০০
২৫। রাসপ্রবন্ধ	২০.০০

২৬। দিনচন্দ্রিকা	২০.০০
২৭। শ্রীসাধনদীপিকা	৬০.০০
২৮। সকীয়ানিরাস পরকীয়াপ্রতিপাদন	৮০.০০
২৯। শ্রীরাধারসসুধানিধি মুল	২০.০০
৩০। শ্রীরাধারসসুধানিধি সানুবাদ	১০০.০০
৩১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্	৩০.০০
৩২। শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রোদয়	৩০.০০
৩৩। শ্রীব্রহ্মসংহিতা	৪০.০০
৩৪। ভক্তিচন্দ্রিকা	৪০.০০
৩৫। প্রমেয়রত্নাবলী এবং নবরত্ন	৪০.০০
৩৬। বেদান্তস্যমন্তক	১০০.০০
৩৭। তত্ত্বসন্দর্ভ	১৫০.০০
৩৮। ভগবতসন্দর্ভঃ	২০০.০০
৩৯। পরমাত্মসন্দর্ভঃ	২৫০.০০
৪০। কৃষ্ণসন্দর্ভঃ	৩০০.০০
৪১। ভক্তিসন্দর্ভঃ	৩০০.০০
৪২। প্রীতিসন্দর্ভঃ	৩০০.০০
৪৩। দশশ্লোকী ভাষ্যম্	৬০.০০
৪৪। ভক্তিরসামৃতশেষ	১০০.০০
৪৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত	২০০.০০
৪৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্	১৫০.০০
৪৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	১৫০.০০
৪৮। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী	৪০.০০
৪৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত	১৫০.০০
৫০। সৎসঙ্গম	৫০.০০

৫১। নিত্যকৃত্যপ্রকরণম্	৫০.০০
৫২। শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রথম শ্লোক	৩০.০০
৫৩। গায়ত্রী ব্যাখ্যাবিবৃতিঃ	১০.০০
৫৪। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণম্	২৫০.০০
৫৫। শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধিঃ	৩০.০০
৫৬, ৫৭, ৫৮, শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ	৬০০.০০
৫৯। কাব্যকৌস্তুভঃ	১০০.০০
৬০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	২৫০.০০
৬১। অলঙ্কার কৌস্তুভ	২৫০.০০
৬২। শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতম্	৩০.০০
৬৩। শিক্ষাষ্টকম্	১০.০০
৬৪। সংক্ষেপ হরিনামামৃত ব্যাকরণম্	৮০.০০
৬৫। প্রযুক্তাখ্যাত মঞ্জরী	২০.০০
৬৬। ছন্দো কৌস্তুভ	৫০.০০

বাংলা ভাষামুদ্রিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীবলভদ্রসহস্রনাম স্তোত্রম্ ১০.০০
২। দুর্লভসার ১০.০০
৩। সাধকোল্লাস ৫০.০০
৪। ভক্তিচন্দ্রিকা ৪০.০০
৫। শ্রীরাধারসসুধানিধি মুল ২০.০০
৬। শ্রীরাধারসসুধানিধি সানুবাদ ৩০.০০
৭। ভগবদ্‌ভক্তিসার সমুচ্চয় ৩০.০০
৮। ভক্তিসর্বস্ব ৩০.০০
৯। মনঃ শিক্ষা ৩০.০০
১০। পদাবলী ৩০.০০
১১। সাধনামৃতচন্দ্রিকা ৪০.০০